نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.) -এর ঐশী প্রেমের ঈমান উদ্দীপক স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৩শে জানুয়ারি, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করা হচ্ছে। বিগত কয়েকটি খুতবায় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও অনুরাগের প্রসঙ্গটি বর্ণনা করা হচ্ছিল, সেই ধারাবাহিকতায় আজ এ বিষয়ে আরও কিছু বর্ণনা করব। মহানবী (সা.)-এর ইবাদতের পদ্ধতি এবং এর সৌন্দর্য সম্পর্কে আগেও কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। আজও হাদীসের উদ্ধৃতি এবং একইভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর সুউচ্চ মর্যাদা ও তাঁর খোদা-প্রেমের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তার কিছু অংশ তুলে ধরব।

হযরত হুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি এক রাতে মহানবী (সা.)-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। তিনি (সা.) সূরা ফাতিহার পর সূরা বাকারা পাঠ করতে আরম্ভ করেন। আমি ভেবেছিলাম, তিনি (সা.) হয়তো ১০০টি আয়াত পাঠ করে রুকু করবেন। কিন্তু তিনি (সা.) সম্পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠ করেন। এরপর আমি ভাবলাম, তিনি (সা.) এ সূরা পাঠ সম্পন্ন করে রুকুতে যাবেন। কিন্তু এরপর তিনি সূরা আলে ইমরান পাঠ শেষ করেন। এরপর সূরা নিসা পাঠ সম্পন্ন করেন। তিনি (সা.) অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে থেমে থেমে তিলাওয়াত করছিলেন। যখন তিনি এমন আয়াত পাঠ করতেন যেখানে খোদার প্রশংসার কথা থাকত, তিনি খোদা তা'লার গুণকীর্তন করতেন। যখন এরূপ আয়াতে পৌঁছাতেন যেখানে কোনো দোয়া থাকত তখন তিনি দোয়া করতেন। আর যখন কোনো আয়াতে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় প্রার্থনার উল্লেখ থাকত তখন তিনি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইতেন। তিনি (রা.)

আরও বর্ণনা করেন, অতঃপর তিনি (সা.) রুকুতে গিয়ে **সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম** পাঠ করতে থাকেন আর ততটা দীর্ঘ সময় ধরে রুকু করেন যতটা দীর্ঘ সময় তিনি ক্বিয়াম অবস্থায় অর্থাৎ, দণ্ডায়মান ছিলেন। এরপর তিনি **সামিয়াল্লাহু লিমান হামীদা** পাঠ করে দাঁড়িয়ে যান আর রুকুতে অবস্থানের কাছাকাছি সময় যাবৎ দোয়া পড়তে থাকেন। এরপর তিনি সিজদায় গিয়ে **সুবহানা রাব্বিয়াল আলা** পাঠ করতে থাকেন এবং যতক্ষণ ক্বিয়াম করেছিলেন তার কাছকাছি সময় সিজদায় অবনত থাকেন। অতএব, এটি ছিল তাঁর (সা.) নফল নামায পড়ার রীতি।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক রাতে মহানবী (সা.) কুরআন মাজীদের মাত্র একটি আয়াত তিলাওয়াত করেই ক্বিয়াম করেন। অন্য এক সাহাবীর বর্ণনায় যেখানে অনেকগুলো দীর্ঘ সূরা পড়ার উল্লেখ আছে, সেখানে এই বর্ণনায় দেখা যায় যে, তিনি একটি মাত্র আয়াতের ওপরই দীর্ঘ ক্বিয়াম করেছেন। একইভাবে হযরত আবু যর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালেন এবং ভোর পর্যন্ত একটি আয়াতই পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। (আয়াতটি ছিল এই): **যদি তুমি তোমার বান্দাদের শাস্তি প্রদান করো তবে তারা তো তোমারই বান্দা আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করো তাহলে নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশালী-পরম প্রজ্ঞাময়।**

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন মহানবী (সা.) নামায পড়ালেন। তিনি দীর্ঘ ক্বিয়াম, রুকু এবং সিজদা করার পর নামায শেষ করলেন এবং ততক্ষণে সূর্য প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। এরপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করেন। এর পর বলেন, **সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই, যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করবে। তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করবে এবং নামায পড়বে এবং সদকা প্রদান করবে।** এরপর তিনি বললেন: **হে মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত! আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধ আর কারো নেই যখন তাঁর কোনো দাস বা দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। হে মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত! আল্লাহ্‌র কসম! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তবে তোমরা কাঁদতে বেশি আর হাসতে খুব কম।** এরপর তিনি বললেন: **শোনো! আমি কি (আল্লাহ্‌র বাণী) পৌঁছে দিয়েছি?**

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব, মহানবী (সা.) মহান আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করার, তাঁর ইবাদত করার এবং তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, **এতেই তোমাদের স্থায়িত্ব এবং এতেই তোমাদের জীবন। যদি তোমরা এসব বিষয়ের গভীরতা জানতে যতটা আমি জানি, তাহলে তোমরা হাসি পরিত্যাগ করতে এবং অধিক কাঁদতে আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতে।** অতএব, আমাদের দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: অনুরূপভাবে, তিনি (সা.) কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ তা'লার অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করতেন না। যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হুকুম হতো, তখনই কেবল তিনি তা সম্পাদন করতেন। তাই আমরা দেখি যে, মক্কাবাসীদের চরম জুলুম-অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি (সা.) ততক্ষণ পর্যন্ত মক্কা ছাড়েননি, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর (সা.)-এর ওপর

ওহী অবতীর্ণ হলো এবং ওহীর মাধ্যমে তাঁকে মক্কা ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হলো। মক্কাবাসীদের অত্যাচারের তীব্রতা দেখে তিনি যখন সাহাবীগণকে (রা.) হাবশায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন এবং তাঁরাও ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যেন তিনিও তাঁদের সাথে চলেন, তখন তিনি (সা.) বলেছিলেন যে, 'আমি এখনও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অনুমতি পাইনি'।

আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার প্রসঙ্গে ইতিহাসে তায়েফ সফরে মহানবী (সা.)- এর আহত হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। নবুওয়তের ১০ম বছরে আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা যখন মহানবী (সা.)-এর ওপর পুনরায় চরম অত্যাচার করা শুরু করল, তখন তিনি (সা.) তায়েফে গমন করলেন। তিনি দশ দিন সেখানে অবস্থান করে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন, কিন্তু কেউ তাঁর দাওয়াত কবুল করল না। সহীহ বুখারীতে এই ঘটনা প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা রয়েছে-হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার ওপর কি ওহুদের দিনের চেয়েও কঠিন কোনো দিন এসেছিল?' উত্তরে তিনি (সা.) বলেছিলেন: 'ওহুদের চেয়েও কঠিন দিন ছিল সেটি, যা আকাবার দিনে (তায়েফে) তাদের পক্ষ থেকে আমার ওপর এসেছিল। অর্থাৎ যখন আমি ইবনে আবি আব্দি ইয়ালীল বিন আব্দি কুলালের কাছে নিজেকে (ইসলামের দাওয়াত) পেশ করেছিলাম। আমি যা চেয়েছিলাম সে তার বিপরীতে জবাব দিল (অর্থাৎ অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করল)। এরপর আমি সেখান থেকে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় ফিরে আসছিলাম এবং নিজের ধ্যানেই পথ চলছিলাম'। মহানবী (সা.) বলেন, 'যখন আমি ক্বারনুল সাআলিব নামক স্থানে পৌঁছালাম, তখন আমার সেই (দুশ্চিন্তাগ্রস্ত) অবস্থার অবসান হলো। আমি মাথা তুলে তাকালে দেখলাম একটি মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি দেখতে পেলাম সেখানে জিবরাঈল (আ.) আছেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন-আল্লাহ্ আপনার ব্যাপারে আপনার কওমের কথা শুনেছেন এবং আপনার কাছে পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন, যেন আপনি তাদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন।' মহানবী (সা.) বলেন, 'এরপর পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডেকে সালাম দিলেন এবং বললেন-হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি এ বিষয়ে যা ইচ্ছা আদেশ দিতে পারেন। আপনি যদি চান, তবে আমি এই দুই পাহাড়কে একত্র করে তাদের (তায়েফবাসীদের) পিষে ফেলি!' উত্তরে মহানবী (সা.) বললেন, 'না! বরং আমি আশা করি যে, আল্লাহ্ তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন যারা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।' হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, 'সুতরাং এখানেও তাঁর (সা.) সহানুভূতি ও দয়া জয়ী হলো এবং তিনি সেই জাতিকে ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের কিছুকাল পর তাদের সন্তানরা ইসলামও গ্রহণ করেছিল'।

মহানবী (সা.)-এর উচ্চমর্যাদার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **সেই সর্বোচ্চ স্তরের নূর (বা জ্যোতি) যা ইনসানকে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ, ইনসানে কামেলকে দেয়া হয়েছে যা ফিরিশ্‌তাদের মাঝে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না, সূর্যে ছিল না; যা পৃথিবীর সমুদ্রগুলোতে ছিল না, নদ-নদীতে ছিল না, ছিল না মুক্তমাণিক্যে, পান্নাতে আর মতিতেও; তা ছিল কেবল ইনসানের মধ্যে অর্থাৎ, ইনসানে কামেলের মধ্যে। যার শ্রেষ্ঠতম এবং পূর্ণতম, সর্বোত্তম এবং সুন্দরতম অস্তিত্ব হলেন আমাদের নেতা ও মনিব, নবীদের নেতা, অমর জীবনপ্রাপ্তগণের নেতা– মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। সুতরাং, সেই নূর (জ্যোতি) এই মহান মানুষটিকে (অর্থাৎ মহানবী**

সা.-কে) দান করা হয়েছে। আর তাঁর পর্যায়ক্রমিক মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর সাথে সাযুজ্য রক্ষাকারী সকলকেও সেই নূরের অংশ দেওয়া হয়েছে-অর্থাৎ সেই ব্যক্তিদের, যারা তাঁর আধ্যাত্মিক রঙে কিছুটা হলেও রঞ্জিত হয়েছেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) এই প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আরও কিছু প্রজ্ঞাপূর্ণ উদ্ধৃতি পেশ করার পর বলেন: এটি ছিল মহানবী (সা.)-এর শান ও মর্যাদা সম্পর্কে সেই উচ্চতর উপলব্ধি, যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দান করেছিলেন এবং তিনি আমাদের জন্যও তা বর্ণনা করেছেন। তা সত্ত্বেও আমাদের বিরোধীরা আমাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় যে, আমরা নাকি (নাউযুবিল্লাহ্!) মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করি এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে তাঁর চেয়ে বড় মর্যাদা দান করি। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহ্মদীকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) মহানবী (সা.)-এর অন্ধকার রাতগুলোতে করা কবুলিয়াতপ্রাপ্ত দোয়াগুলোর প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: **'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন-আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, দোয়ার প্রভাব আগুন ও পানির প্রভাবের চেয়েও বেশি; বরং প্রাকৃতিক কার্যকারণের ক্ষেত্রে দোয়ার মতো এত শক্তিশালী আর কিছুই নেই।'**

সবশেষে হুযূর আনোয়ার দোয়া করেন: 'আল্লাহ্তা'লা আমাদের এই পথে চলার মাধ্যমে কবুলিয়াতপ্রাপ্ত দোয়ার তৌফিক দান করুন এবং প্রকৃত অর্থে দোয়া করার শক্তি দিন। তিনি আমাদের এমন সত্যিকারের মো'মেন হিসেবে গড়ে তুলুন যে দোয়ার হক আদায়কারী হবে এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণের চেষ্টাকারী হবে'।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

23 January 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in